যুগান্তর

তারিখ 04 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

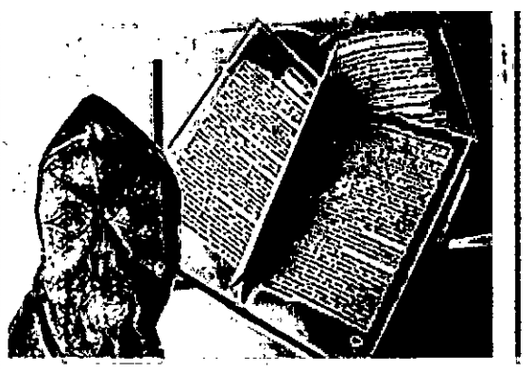

ইসলামী এদেশে রাজনীতি করছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়ায় তারা এদেশে অনেক ব্যাংক, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও গড়ে তুলেছে। এ দলটির ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির একের পর এক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করে নিয়ে দিনের পর দিন সেখানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জামায়াত শিবিরের রাজনীতি

শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন

শিক্ষা

'দেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই' বলে নিজেদের পাপমোচনের চেষ্টা করা, 'মুক্তিযুদ্ধকে গৃহযুদ্ধ' বলে আখ্যায়িত করার কারণে সারাদেশের সব পর্যায়ের মানুষ একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রশিবিরসহ সব ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিও উত্থাপন করা হয়েছে। এসব দাবির পেছনে শতকরা ৯০ ভাগ মানুষের আবেগ, অনুভূতি যেমন রয়েছে তেমনি এসব উগ্র ধর্মভিত্তিক দল নিষিদ্ধ করার যৌক্তিক ভিতও যথেষ্ট মজবুত, কেননা একাত্তর সালে জামায়াতে ইসলামী ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ইসলামের নামে হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ করেছে। এজন্য বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ সব ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। মূল সংবিধানের প্রস্তাবনা, ৮ ও ১২ অনুচ্ছেদ এবং ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তে সুস্পষ্ট করে বলা হয়, বাংলাদেশ হবে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র এবং এ রাষ্ট্রে ধর্মের ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক দল গঠন করা যাবে না। ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে সংবিধান থেকে সেক্যুলারিজমকে নির্বাসিত করেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনীতি করার অধিকার ফিরিয়ে দেন।

গত প্রায় ৩০ বছর ধরে জামায়াতে ইসলামী এদেশে রাজনীতি করছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়ায় তারা এদেশে অনেক ব্যাংক, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও গড়ে তুলেছে। এ দলটির ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির একের পর এক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করে নিয়ে দিনের পর দিন সেখানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে এ দলটির ব্যাপক প্রভাব। জামায়াতে ইসলামী এখন আর কোন রাজনৈতিক দল নয়, এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান যার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, হাসপাতাল রয়েছে, ব্যাংক রয়েছে, রয়েছে সামরিক ও বেসামরিক শাখা। গত তিন দশকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে তাদের সহায়ক অত্যন্ত শক্তিশালী একটি অর্থনীতি গড়ে তুলেছে। জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের অঙ্গ সংগঠন ও সহায়ক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত না নেয়া গেলে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শরীরে যে পচনের তারা সূত্রপাত করেছে তাকে কোনভাবেই থামানো যাবে না।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার আনাগোনা, সেখানকার কথাই আমি বলব। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজগুলোতে ছাত্রশিবিরের সমর্থকদের সংখ্যা কিন্তু কম নয় যাকে কোনভাবেই খাটো করে দেখা ঠিক হবে না। অনেক অনেক মেধাবী ছেলেমেয়ে কেন নিজেদের ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে, এ প্রশ্নটির উত্তর আমাদের খুঁজে দেখতে হবে। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা অবস্থান থেকে রাজনীতি করে তবে তাকে নিবৃত্ত করাটা অত্যন্ত কঠিন। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির মিশ্রণ যে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এ বিষয়টি জেনেও জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের নীতিনির্ধারকরা দুটির সংমিশ্রণ করেন কেননা ধর্মই হচ্ছে তাদের রাজনীতির একমাত্র পুঁজি। এ সহজ-সরল বিষয়টি না বোঝার তো কিছু নেই যে, প্রত্যেক নাগরিক শান্তিপূর্ণভাবে তার ধর্ম পালন করতে পারবেন, যেটি বাংলাদেশ সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত। ধর্ম একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাষ্ট্রের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকতে পারে না।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রশিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার আগে ও পরে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রচার, আলোচনা ও মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বোঝাতে হবে, শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম পালন ও প্রচারের অধিকার সবার রয়েছে, যেটি করছে তাবলিগ জামাত। তবে ধর্মবোধ যদি ব্যক্তিকে খণ্ডিত করে ফেলে, ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে এনে যদি সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতাকে উস্কে দেয়া হয়, তাহলে সেটি কোনভাবেই গ্রাহ্য হতে পারে না। জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার কথা যারা বলছেন অবশ্যই সঠিক কথা বলছেন, তবে এর সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনীতির আদর্শিক অসারতাকে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরতে হবে। না হলে এর নেতাকর্মীদের নিবৃত্ত করা যাবে না। পঞ্চাশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ড যখন নিষিদ্ধ ছিল তখন তারা আওয়ামী লীগের মধ্যে ঢুকে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। দীর্ঘদিন ধরে জামায়াত-শিবির বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে যে শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে তাকে মোকাবিলা করার কার্যকর কৌশল ও পদক্ষেপ না নিয়ে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করা হলে তারা ডানপন্থী কোন দলের মধ্যে ঢুকে কাজ করবে।

অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী আদর্শিক অবস্থান থেকে ছাত্রশিবিরের রাজনীতি করে, আবার অনেকে ছাত্রশিবিরের রাজনীতি করে একাত্তর সালে জামায়াত-শিবিরের জল্লাদি ভূমিকা ও এদের গুরু মাওলানা মওদুদীর কথা না জেনে। পরবর্তীকালে তারা যখন এসব জানতে পারে, বিশেষ করে একাত্তর সালে জামায়াত-শিবিরের ইসলামের নামে হত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজ করার কথা তখন তারা জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি পরিত্যাগ করে। এ বাস্তবতা মাথায় রেখে একাত্তর সালে জামায়াত-শিবিরের আসল ভূমিকার ওপর নাটক, চলচ্চিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করে তা গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রদর্শন করতে হবে। এছাড়া জামায়াত-শিবিরের নেতারা অনেক মেধাবী দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের দারিদ্র্যের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। দলের পক্ষ থেকে ওই ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার খরচ বহন করা হয় এবং শিক্ষাজীবন শেষে কৌশলে সরকারি চাকরিতে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। প্রশাসনে সুযোগ না হলে দল পরিচালিত ব্যাংক, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা এনজিওতে চাকরি নিশ্চিত। আইনি প্রক্রিয়ায় জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেই কি এমন একটি ডানপন্থী পলিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির বিকাশ রোধ করা যাবে?